পণ্ডিতা ক্ষমা রাও :

ক্ষমা রাও ১৮৯০ সালের মহারাষ্ট্রের পুনেতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ এবং মাতার নাম উমাদেবী। তাঁর গুরু ছিলেন ডি. ভি. কানে, আর. ভি. জাগিরদার এবং বিদ্যালঙ্কার। তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন রাঘবেন্দ্র রাও-এর সঙ্গে। আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে পণ্ডিতা ক্ষমা রাও ছিলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। ৫০টিরও বেশি তিনি কাব্য ও নাটক রচনা করেছেন। যার মধ্যে সাতটি একাঙ্ক নাটক, চারটি তিন অঙ্কবিশিষ্ট নাটক, চারটি জীবনচরিত অবলম্বনে পদ্যময় নাটক, চৌত্রিশটি লঘুকথা। তাঁর গদ্যরচনাগুলি হল যথাক্রমে 'কথাপঞ্চকম' (১৯৩৩), 'গ্রামজ্যোতি' (১৯৫৪), 'কথামুক্তাবলী' (১৯৫৬- এখানে ১৫টি কথা রয়েছে। সংস্কৃতভাষায় ছোট ছোট কাহিনী অবলম্বনে রচিত)। তাঁর রচিত মহাকাব্যগুলি হল — 'শ্রীতুকারামচরিত' (৩টি সর্গ, ৫৩৫টি পদ্য রচিত), 'শ্রীরামদাসচরিত' (১৩টি সর্গ, ৬৭৪টি পদ), 'শ্রী জ্ঞানেশ্বরচরিত' (৮টি সর্গ), 'স্বরাজ্যবিজয়' (৫৪টি অধ্যায়, ১৭৪০টি পদ))।

যে গ্রন্থের জন্য কবির সুনাম বহুগুণে বৃদ্ধি হয়েছিল তা হল— 'সত্যাগ্রহগীতা' (১৮টি অধ্যায়, ৬৫৯টি শ্লোক সংকলনে রচিত)। সত্যাগ্রহ, উত্তরসত্যাগ্রহগীতা, গান্ধীচরিত — এই তিনটি নামে গ্রন্থটি পরিচিত। মহাত্মা গান্ধীর জীবনচরিতাবলম্বনে রচিত এই কাব্যটি। তাঁর রচিত অপর গ্রন্থগুলি হল — 'শঙ্করজীবনাখ্যানম্' — এটি ১৭টি উপাখ্যানের সংকলন যেখানে ৮৪০টি পদ রয়েছে। 'মীরালহরী' — এটি একটি শতক রচনা। এখানে ১৩৫টি শ্লোক রয়েছে। এটি শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ছন্দে লেখা। 'বিচিত্রপরিষদযাত্রা' — নামেও একটি গ্রন্থ রয়েছে। ইনি উইলসন কলেজ, বম্বেতে অধ্যয়ন করেছেন। ১৯৫৪ সালে মাত্র ৬৪ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

Scanned by CamScanner

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ :

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশ একদিকে যেমন ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত তেমনি অন্যদিকে ছিলেন বাংলা সাহিত্যে বিশারদ। তিনি ভারত-বর্ষের পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা তিনটি ঐতিহাসিক নাটক হল — 'মিবারপ্রতাপম্' (১৯৪৫ - এটি মেবারের রানা প্রতাপ সিং-এর বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কথা অবলম্বনে রচিত), 'শিবাজীচরিতম্' (১৯৪২ - এটি মারাঠা নায়ক ও বীর শিবাজীর কীর্তি অবলম্বনে রচিত), 'বঙ্গীয়প্রতাপম্' (১৯১৮ - এই নাটকের নায়ক যশোরের বীর প্রতাপাদিত্য যিনি দিল্লি সম্রাট আকবরের নতিস্বীকার করতে অস্বীকার করেন।

হরিদাস সিদ্ধান্ত বাগীশের তিনটি নাটকেই নাট্যকার 'Traditional' নিয়ম মেনেছেন — 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাৎ পঞ্চসন্ধি-সমন্বিতম্ . . . . .' অর্থাৎ নাটকের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য প্রায় সবই রয়েছে 'মিবারপ্রতাপম্' এবং 'বঙ্গীয়প্রতাপম্'-এ। 'শিবাজীচরিতম্' ও দশ অঙ্কের মহানাটক। তিনটি নাটকেই দেশপ্রেমের কথা নাট্যকার অর্থান্তরন্যাস অলংকারের মধ্য দিয়ে নিপুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তাছাড়াও তিনি অনেক ভারতীয় মহাকাব্যগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। যেমন - মহাভারত, শকুন্তলা, মেঘদূত প্রভৃতি। ভারত সরকার ১৯৬০ সালে এই শ্রেষ্ঠ কবিকে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেন।

Scanned by CamScanner